R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৩ সাল।
২৬শে মার্চ, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

পুর শহর বাড়ছে জনসংখ্যাও দ্বিগুণ হয়েছে কিন্তু ডাক কর্মীর সংখ্যা যে তিমিরে সে তিমিরেই

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভায় ওয়ার্ড বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ থেকে হয়েছে ২০। দুপারে দুই শহর জঙ্গিপুর—রঘুনাথগঞ্জ। রঘুনাথগঞ্জেই প্রায় সবকটি রাজ্য সরকারের অফিস, এল আই সি, ব্যাঙ্ক রয়েছে। অঞ্চল বাড়তে বাড়তে ওয়ার্ড হয়েছে এপারেই অর্থাৎ রঘুনাথগঞ্জে ৫ থেকে ৮ এ। জনসংখ্যা এবং ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরটি বড় পোষ্ট অফিস হলেও কর্মী সংখ্যা তেমন কিছু বাড়েনি। সাব পোষ্ট অফিস থাকাকালে ৭০ এর দশকে যে চারজন পোষ্টম্যান ছিলেন ডেলিভারীর জন্য, তার কোন হেরফের আজও হয়নি। শহরের মধ্যে নন-ডেলিভারী সাব অফিস আছে মাত্র ৩টি। জনবৃদ্ধির তুলনায় অতিশয় কম। ফলশ্রুতি কাউন্টারে চাপবৃদ্ধি, ডেলিভারী বিলম্বিত। প্রচুর লেখালেখি করেও কিছু ফল হয়নি বলে জনগণের অভিযোগ। তার উপর শহরের অফিসবহুল ফাঁসিতলা থেকে প্রধান ডাকঘরটি প্রায় বছর পনের আগে ডাক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবন ম্যাকেঞ্জি অঞ্চলে উঠে যাওয়ায় এই মহল্লার মানুষেরা দূরত্বের ফলে ডাক পরিষেবা ঠিকমত পাচ্ছেন না। ফাঁসিতলা ছাড়া ঐ অঞ্চলে যে এলাকাগুলি রয়েছে সেগুলি হলো হরিদাসনগর, গঙ্গার ধারের নিউ কলোনী, বালিঘাটা, গুজিরপুর, সোনাটিকুরী, সোনাটিকুরী কলোনী প্রভৃতি জলবহুল এলাকা। অফিসের মধ্যে এসডিও, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতি, ট্রেজারী, সাবজেল, ওয়ারলেস অফিস, সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, এল আই সি, সাব-রেজেষ্ট্রি অফিস, প্রথম ও দ্বিতীয় মুন্সেফ কোর্ট, এসডিজেএম কোর্ট, (শেষ পৃষ্ঠায়)

মহকুমার অবৈধ ভিডিও ও ডিস এন্টেনা মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযানে মহকুমা শাসক

বিশেষ প্রতিবেদক : মহকুমার অবৈধ ভিডিও সীজ করে জরিমানা আদায় বা দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া প্রমোদকর একসাথে তুলে নিয়ে সরকারী কোষাগারকে স্ফীত করতে বিশেষ অভিযানে নেমেছেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল। যদিও এই সব কর সংগ্রহে নেমে তাঁর বিরুদ্ধে ভিডিও ও ডিস এন্টেনা মালিকরা উপঢৌকন নেওয়ার অভিযোগ আনছেন বারংবার। শ্রীপাল মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় বিনা লাইসেন্সে অথবা দীর্ঘদিন ধরে সরকারী কর ফাঁকি দিয়ে চলছে এমন সব ভিডিও সামগ্রী সিজ করে নিয়েছেন। গত নভেম্বর মাস থেকে এই অভিযানে নেমে তিনি ধুলিয়ানের চাঁদপুরে ১টি, ডাকবাংলো মোড়ে ১টি সমেত মোট ৪টি বেআইনী ভিডিও সীজ করেন। বাসুদেবপুরে ৪টি ভিডিও তিনি বন্ধ করে দেন। যদিও একটি মিনি হাউস ধরেও তিনি ছেড়ে দেন বলে খবর। ধুলিয়ান শহরেই প্রায় ১৪/১৫টি বেআইনী ভিডিও হাউস চলছে। বাসুদেবপুরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভিডিও হাউস শিবাণী টকিজের পাশাপাশি প্রায় ৫টি বেআইনী ভিডিও ও একটি মিনি হাউস চলছে। ধুলিয়ানের 'ফাইভ ষ্টার' ভিডিও হাউস চলছে খোদ সরকারী জায়গায়। প্রায় সমস্ত অবৈধ ভিডিও মালিককেই জরিমানা করে মহকুমা শাসক অফিসে বকেয়া কর জমা দিতে নোটিশ জারী করা হয়। জরিমানার অঙ্ক ষোল হাজার থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা হওয়ায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

দুই ব্যবসায়ীর ঘর থেকে বেআইনী মদ উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ মার্চ বহরমপুরের একটি আবগারী টিম গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জে দুই ব্যবসায়ীর দোকানে হানা দেয়। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা, দরবেশপাড়া, ফাঁসিতলা, ম্যাকেঞ্জি মোড়, গঙ্গার ধারের নতুন বসতিতে বেআইনী মদের কারবার চলছে। কিন্তু প্রশাসনিক ধর-পাকড় না হওয়ায় মদের গোপন কারবার রমরমিয়ে চলছিল। বহরমপুরের আবগারী টিমটি হানা দিয়ে দরবেশপাড়ার (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাতিল কর্মসহায়ক নিয়োগ পরীক্ষা পুনরায় হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৯৯৪ সালের ১৭ জুলাই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ও সুতী ১নং ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসহায়ক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। সে দুটি পরীক্ষা আগামী ৬ এপ্রিল আবার অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রায় ৩ শতাধিক পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষা দিচ্ছেন বলে জানা যায়।

গ্রাম পঞ্চায়েতে সর্বসম্মত দাবী সত্ত্বেও চোরাঘাট বন্ধ হলো না

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সামসেরগঞ্জ থানার পদ্মার উপরে ধানঘড়া চোরা চালানের ঘাটটিতে এখন ভারত—বাংলাদেশ চোরাচালান রমরমিয়ে চলছে। নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ঘাট বন্ধের এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও স্বার্থসংশ্লিষ্ট দুষ্কৃতিদের মদতে ঘাট বন্ধ হয়নি। এই ঘাট দিয়ে প্রতিদিনই প্রচুর পরিমাণে চিনি, গুড়, ডালশস্য, (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারম্পার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৩ সাল।

॥ হোলি প্রসঙ্গে ॥

বাসন্তী প্রকৃতি তাহার নবীন ও সজীব সজ্জায় মানুষের মনে যে নান্দনিক অনুভূতির সঞ্চার করে, তাহা প্রকাশ করিতে সে যেন বলিতে চাহে, 'আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে ধ্বনিত হউক ক্ষণ তরে'। আপন আনন্দকে সে অন্যের আনন্দের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া এক হার্দিক প্রীতির মিলন সেতু রচনায় তৎপর হয়। 'সবার রং এ রং' মিশাইবার পালায় এক স্বর্গীয় সুষমা নামিয়া আসে প্রচলিত দোলোৎসবে। সকল মানুষের মনের দুয়ারে শুভ ইচ্ছা ও শুভ কামনার এক বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। জীবনের রূঢ় বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতকে ও বেদনার্ত মনকে দূরে সরাইয়া দিয়া স্বল্প সময়ের জন্যও মানুষ একে অপরকে আনন্দযজ্ঞে অংশ লইবার জন্য জানায় আন্তরিক আহ্বান। ইহা ভারতের শাশ্বতবাণী।

পুরাণ কথা অনুযায়ী এক সময় হিরণ্যকশিপুর ভগিনী হোলিকা ভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যা করিতে গিয়া নিজেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করে; প্রহ্লাদকে অগ্নি স্পর্শ করে নাই। সেই সময় হইতে হোলি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বহ্ন্যুৎসব, যাহা সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অধর্মের বিনাশের দ্যোতনা করে। আরও নানা কথা হোলি উৎসব সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। দোলযাত্রা মূলতঃ রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক। গাছে দোলনা বাঁধিয়া ফুলপাতায় সাজান হয়। সেই দোলনায় উপবিষ্ট রাধাকৃষ্ণকে দোল দেওয়া হয়। মৃদঙ্গ-মন্দিরার বাদ্যধ্বনিসহ খুশির গানে বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি মুখর হইয়া উঠে। ফাগ-গুলাল-আবির-কুমকুম ছড়ান হয় খুশির মেজাজে। সারা ভারতের নানা স্থানে হোলি উৎসব উদ্‌যাপনের বিভিন্ন আঙ্গিক পরিলক্ষিত হয়। হোলি বিষয়ের বহু চিত্রকলা বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যের দাবী রাখে।

রং ও আবিরের ছড়াছড়ির মধ্য দিয়া দোল-উৎসব স্বতঃস্ফূর্ত যে আনন্দের দ্যোতনা করিয়া রচনা করে হার্দিক প্রীতির এক মেলবন্ধন, ক্ষেত্রবিশেষে মনের প্রসারতার অভাবহেতু সেখানে কখনও কখনও দেখা দেয় নানা অশান্তি। অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে রং ও আবির দিলে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘটে সংঘর্ষ-খুনজখম। প্রায় প্রতি বৎসরই দেশের কোথাও না কোথাও অশান্তির কথা শুনা যায়। কোনও এক পক্ষ একটু সংযত ও সহনশীল হইলে মর্মান্তিক পরিণতি ঘটিতে পারে না। সুযোগ বুঝিয়া রাজনৈতিক দলগুলিও সংঘর্ষে মাতে।

আজকাল অনেক সময় রং-এর মাতন বহন করিয়া আনে হিংসা-দ্বেষ-কাম প্রবৃত্তির নারকীয় পরিণাম। বহু জিনিসের ক্ষতি সাধিত হয়। পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ঘরবাড়ির দেওয়ালকে রং, কালি প্রভৃতির দ্বারা বিকৃত করা হয়। প্রতিবাদ করিতে গিয়া গৃহস্থের হেনস্তা হয়। রেলগাড়ীর অনেক বগি কাদা ও গোবর নিক্ষেপের ফলে নোংরা হয়। ইহা উদ্দাম মানসিকতার এক ধিক্কারজনক চিত্র। আইন করিয়া বা দোলোৎসবের পূর্বে বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ নষ্ট না করিবার এবং অশান্তির অবতারণা না ঘটাইবার আবেদন জানাইয়া কতটুকু সুফল হইবে? সর্বাগ্রে প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের বিবেকের জাগরণ; ইহার অভাবেই এই পবিত্র উৎসব কলঙ্কিত হইতেছে।

আম-লিচুতে ব্যাপক পোকা

মুস্তাক আলি: আম এবং লিচু মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম প্রধান ফসল। এই জেলার বিশেষতঃ জঙ্গিপুর মহকুমার বহু মানুষ কয়েক মাসের রুটি রুজির যোগান পেয়ে থাকেন এই ফসলের অর্থ থেকে। ইতি মধ্যে এই জেলার আম এবং লিচু ইংল্যাণ্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গৌরবের সঙ্গে বিদেশী মুদ্রা ভারতীয় অর্থকোষকে সমৃদ্ধ করেছে। অথচ শিল্পহীন মুর্শিদাবাদের এই অর্থকরী ফলের জন্য সরকারের নির্দিষ্ট কোন চিন্তা ভাবনা বা পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না। বেশ কিছু আম এবং লিচু চাষীদের কাছে এই প্রতিবেদক একটি সমীক্ষা চালান। অধিকাংশ চাষীদের মতে কয়েক বছর থেকে লিচু এবং আমের উৎপাদন যথেষ্টই কম এবং অনিয়মিত হচ্ছে। ফলের স্বাদ, আকৃতি এবং অবশ্যই রং বছর বছর অবনতির দিকে চলেছে। স্বভাবতঃ এই ফলের ব্যবসায়ীরা আর আগের মত উৎসাহ পাচ্ছেন না। এমন কি গত দুই-তিন বছরে বেশ কিছু আম—লিচু ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। অথচ কোটি কোটি টাকার এই ফসলের জন্য না আছে কোন বীমা প্রকল্প না আছে কৃষি-দপ্তরের লক্ষ্য।

এই বৎসর ব্যাপক হারে মোহা এবং শোষক পোকার আক্রমণে আমের গুটি অকালে ঝরে পড়ছে। ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানাতে এবং পরামর্শের জন্য প্রতিবেদক স্থানীয় কৃষি দপ্তরে গত ১৮ মার্চ যোগাযোগ করেন। বেলা ১১-৩০ মিনিট গিয়ে দেখা যায়, অফিসের সাহেব তখনও আসেননি। গুটি সমেত আমের ডাল এবং সাইনা নামক যে শোষক পোকাটি ফলকে আক্রান্ত করছে তার নমুনা ঐ দপ্তরের জনৈক সুনীল ত্রিবেদীকে দেখালে তিনি বলেন, গাছের সমস্ত পাতার ডগা কেটে ফেলতে হবে। ডগা কেটে ফেললে গাছ মরে যাওয়ার আশঙ্কার কথা জানাতে তিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে উত্তর দেন, ও সব মিথ্যে কথা। তাঁকে সরজমিনে গাছগুলো পরীক্ষা করার আহ্বান জানালে তিনি বলেন, এ সব আমাদের আওতায় পড়ে না। বহরমপুর হর্টিকালচারে যোগাযোগ করুন।

স্বভাবতঃই শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিতসহ সমস্ত আম চাষীরা মেটাসিসটক্স, রোগোর, মনোক্রন, মেটাসিড প্রভৃতি অব্যর্থ কথিত দামী দামী কীটনাশক বিষ ব্যবহার করে কোন ফল না পাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে অনেক চাষীর অভিযোগ ক্রমাগত রাসায়নিক কীটনাশক বিষ ব্যবহারে, গাছের চেহারা ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে। এমন কি অনেক গাছের মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাগানের মাটি বিষাক্ত হচ্ছে। অনেক আম বাগানের মালিক বছরের পর বছর আর্থিক ক্ষতির কারণে আম গাছ কেটে লিচু লাগাচ্ছেন। এমন কি বাগান বিক্রি করে দিচ্ছেন। সরকারের কৃষি দপ্তর আমের রোগের ব্যাপারে দৃষ্টি না দিলে অচিরে আম বা আমগাছ বিলুপ্ত হয়ে যাবে জঙ্গিপুর এলাকা থেকে।

ডি এন কলেজে এস এফ আই জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ৬ মার্চ অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এস এফ আ ই ছাত্র পরিষদকে পরাজিত করে বলে খবর। গত কয়েক বছর ধরে ছাত্র পরিষদের দখলেই সংসদ ছিল। ঐ দিন নির্বাচনকে ঘিরে পরিবেশ বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে সংসদের নির্বাচনের ব্যাপারটি নাকি আদালতে আটকে ছিল। তবুও নির্বাচন কিভাবে হলো সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায়নি।

শিক্ষকের অবসর গ্রহণ

সাধন দাস: গত ২০ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ পূর্ব-চক্রের অন্তর্গত রামদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পঙ্কজকুমার প্রামাণিকের কর্মজীবন থেকে অবসরকালীন বিদায়-সম্বর্ধনা দেওয়া হয় মহাসমারোহে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুবোধকুমার ভদ্র। পৌরোহিত্য করেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট নুরুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক জানমহম্মদ বিশ্বাস।

ছামুগ্রামে সমাজবিরোধীদের অত্যাচার বাড়ছে

সাগরদীঘি : এই থানার ছামুগ্রামের মানুষ সমাজবিরোধীদের অত্যাচারে সদা সন্ত্রস্ত। গ্রামের সিপিএম সমর্থক কয়েকজন সমাজবিরোধী শাসকদলের ছত্রছায়ায় যা খুশি করে চলেছে এবং পুলিশ পার্টির চাপে তাদের কিছু বলছে না। ছোটখাটো মারধোর ভয় দেখানো তো নিত্যদিনের ঘটনা। সম্প্রতি এই দুষ্কৃতিরা চন্দন-মাটি গ্রামের এক নিরীহ চাল ব্যবসায়ীর সাইকেল গ্রামের পথে ছিনতাই করে নেয় প্রকাশ্য দিবালোকে। থানায় জানাতে গেলে উল্টো তাকেই ভয় দেখিয়ে পুলিশ থানা থেকে বার করে দেয় বলে প্রকাশ। লোকটিকে দুষ্কৃতিরা এমন মারধোর করে যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। গ্রামের এক আদিবাসী যুবককেও এরা বিনা দোষে মারধোর করে। থানায় ডাইরী করেও কোন ফল হয় না। গত ২৩ জানুয়ারী গণেশ ঘোষ নাম এক প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদের সময়ে এই দুষ্কৃতিরা কাতির কোপ মারে। এই আঘাতে গণেশের হাত জখম হয়। হাসপাতালের রিপোর্ট নিয়ে থানায় গেলেও এ যাবৎ পুলিশ কোন তদন্তে আসেনি। তদুপরি সাগরদীঘির সিপিএমের এক জবরদস্ত নেতা ছামুগ্রামের শান্তিপ্রিয় লোকজনকে হুমকি দিচ্ছেন গণেশ মামলা না তুলে নিলে ক্ষতি হবে। এ ব্যাপারে একটি গণদরখাস্ত নাকি এসপির কাছে গ্রামের মানুষ পাঠিয়েছেন বলে জানা যায়।

দুই প্রাথমিক শিক্ষককে সম্বর্ধনা রঘুনাথগঞ্জে

গত ১৫ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ চক্রের দুই প্রাথমিক শিক্ষক অমল কর্মকার ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হল গোপালনগর প্রাঃ বিদ্যালয়ে। চক্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে দেওয়া ওই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সারা বাংলা শিক্ষক সমিতির সম্পাদক রাধাগোবিন্দ মণ্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চক্রের পূর্বতন এস আই মোসারোফ হোসেন। মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে রঘুনাথগঞ্জেই প্রথম চালু হয়েছে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের পর বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়ার কর্মসূচী। মূলতঃ চক্রের বর্তমান এস আই সুবোধ ভদ্র এবং জনৈক শিক্ষকের প্রচেষ্টাতেই এই উদ্যোগ। এ নিয়ে একটি কমিটিও গড়া হয়েছে সেখানে। যে দুই শিক্ষককে সম্বর্ধনা দেওয়া হল তাঁরা ২৮ ফেব্রুয়ারি অবসর নেন যথাক্রমে সাড়ে ৩৩ এবং ৩৭ বছর চাকরি জীবন শেষ করে। শিক্ষকদের পেনসন পাওয়া নিয়ে যতই জটিলতা থাক না কেন, এই দুই প্রাঃ শিক্ষকেরই প্রভিসনাল পেনসনের কাগজপত্র ইতি মধ্যেই যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ফ্যামিলি পেনসনের যাবতীয় কাগজপত্রও সম্পূর্ণ হয়েছে অবসর গ্রহণের দু'সপ্তাহের মধ্যেই বলে অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন এস আই সুবোধবাবু। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পরবর্তী বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে সেপ্টেম্বরে। আগষ্ট মাসে দুই শিক্ষক অবসর নেবেন।

বলাকার ২৬তম নাট্য উৎসব

অরঙ্গাবাদ : সম্প্রতি তিন রাত্রিব্যাপী চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন শিল্পী সমন্বয়ে বলাকা নাট্য গোষ্ঠীর ২৬তম নাট্য উৎসব স্থানীয় তাঁতিপাড়া মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারী 'মা মাটি মানুষ', ১৭ ফেব্রুয়ারী 'সিঁদুর নিও না মুছে', ১৮ ফেব্রুয়ারী 'পাহাড়ী বিছে' নাটক তিনটি সুঅভিনিত হয়। প্রচুর দর্শক সমাগমে অভিনেতারা তাঁদের অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। শুরুতে বলাকার নাট্য ঐতিহ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী। নাটকগুলি পরিচালনা করেন মলয় গুপ্ত। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মঃ হেলালুদ্দিন ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন কৌশিক রায় সম্প্রদায় 'অর্কেষ্ট্রা'।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিষপানে আত্মহত্যা

ফরাক্কা : সম্প্রতি রাতে এই ব্লকের সুদনা গ্রামের রতন মণ্ডল (২২) ও মঞ্জু মণ্ডল (২০) আমের পোকা মাড়া বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। জানা যায় রতন ও মঞ্জু ২৪ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুরের নোটারী পাবলিকের অফিসে রেজিষ্ট্রী করে বিবাহ করে। কিন্তু মঞ্জু রতনের ভাইঝি হওয়ায় রতনের বাবা তাদের বাড়ীতে স্থান দেন না। এ কারণেই এরা দুজনে পরদিন আত্মহত্যা করে। এর দু'দিন আগে আর একটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অসিত তেওয়ারীর ফিল্ড হোষ্টেল কোয়ার্টারে তাঁর পরিচারিকা চায়না হালদার (১৯) গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে খবর। ঘটনার সময় অসিত ও তাঁর স্ত্রী বাজার করতে বাইরে যান। সেই সময় এ ঘটনা ঘটে। চায়না কিছুদিন থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে প্রতিবেশীদের কাছে জানা যায়।

জায়গা বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ এফ, সি, আই গোডাউনের নিকট দুটি বাড়ির প্লট বিক্রয় আছে (৩০ ফুট × ৩৭½ ফুট/৫০ ফুট × ২৯ ফুট)।

যোগাযোগ করুন—উল ভাণ্ডার, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন—৬৬৩৯৯ (দোকান), ৬৬৭৯৯ (বাড়ী)।

Office of the Murshidabad Zilla Sarbik Saksharata Prosar Samity, Zilla Parishad Complex, Murshidabad.

NOTICE INVITING TENDER NO. 1/97

Sealed Tenders are hereby invited from the reliable and reputed manufacturer & suppliers who has experience and credential for supplying the under mention articles :

Sl. No.	Name of Articles	Quantity required
1.	H. B. bonded lead Pencil	1·50 lakhs
2.	Exercise Book (48 pages including cover size 14·6 × 18 cm, white)	1·50 lakhs copies.

All participants will have to apply to the Secretary, Msd. Zilla Sarbik Saksharata Prosar Samity and production of their S. T., I. T. & P. T. clearence certificate.

Tender Form and other papers will be available from the Office of undersigned on cash payment of Rs. 20/-(twenty) for each item.

Bank Draft or N. S. C. pleadged properly in favour of the Secretary, Msd. Zilla Sarbik Saksharata Prosar Samity will have to be enclosed earnest money amounting to Rs. 2,500/- (two thousand five hundred) for each item, otherwise the tender will be rejected.

The undersigned reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
Last date of purchasing paper is 04/04/97 upto 4pm
Last date of receiving tender is 07/04/97 upto 3pm
Tender will be opened on 07/04/97 at 4pm

N. B. : All participants should be present during the opening of tenders otherwise their claim will not be entertained.

Addl. District Magistrate (G), Msd. &
Secretary, Msd. Zilla Sarbik Saksharata Prosar
Samity, Berhampore : Msd.

পুর শহর বাড়ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জে এম কোর্ট ২টি, সাব জজকোর্ট, এসডিও, পিডাব্লুডি অফিস, লেবার অফিস, ওয়েটস এণ্ড মেজারস, অফিস, দোকান কর্মচারী অফিস, মিনিমাম ওয়েজেস অফিস, গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই দীর্ঘ এলাকায় কোন ডাকঘর নেই। সবাইকে অযথা দূরত্ব অতিক্রম করে প্রধান ডাকঘরে যেতে হয়। এই অবস্থায় জনগণের দুর্ভোগ সহজেই বোঝা যায়। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় জনসাধারণ ও জঙ্গিপুর বার লাইব্রেরীর আইনজীবীরা ও অফিস ও ব্যাঙ্কের কর্মীরা দাবী তুলেছেন তাঁদের জন্য ডাক বিভাগ পরিষেবার সম্প্রসারণ ঘটান। ফাঁসিতলা অঞ্চলে একটি ডেলিভারী শাখা অফিস খোলা হোক। এই প্রতিবেদককে কয়েকজন আইনজীবী জানান, পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের সাম্প্রতিক রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘর পরিদর্শনের সময় তাঁরা দেখা করে এই অঞ্চলে একটি ডাকঘর খোলার দাবী জানান। এবং তাঁরা এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁরা বলেন যদি ডাকবিভাগ 'রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট' নামে কোন ডাকঘর খুলতে চান তবে আইনজীবীরা ডাকঘরের জন্য প্রয়োজনীয় অফিস ঘর, ল্যাটরিন, প্রিভির ব্যবস্থা করে দেবেন। ডাক কর্তৃপক্ষ এই দাবী পূরণে তৎপর হলে ফাঁসিতলা এলাকার কয়েক হাজার জনগণ ডাক পরিষেবা পেয়ে অযথা দুর্ভোগ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন।

চোরাঘাট বন্ধ হলো না (১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিজেল বাংলাদেশে চোরা পাচার হচ্ছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য এই ব্যবসা চলছে রাজনৈতিক কিছু অসৎ দাদাদের মদতে ও বিএসএফ এবং পুলিশের গোপন সাহায্যে। স্থানীয় বিজেপি সংগঠন এ ব্যাপারে বাধা দিয়েও নাকি কোন প্রতিকার করতে পারেনি বলে জানা যায়।

অভিযানে মহকুমা শাসক (১ম পৃষ্ঠার পর)

অনেক মালিকই ঐ টাকা জমা না দিতে পারায় তাদের ভিডিও হাউস সীল করে সমস্ত সামগ্রী সীজ করে নেন মহকুমা শাসক। বিশাল অঙ্কের জরিমানা অধিকাংশ ভিডিও মালিক না দিতে পেরে মহকুমা শাসকের দপ্তরে দর কষাকষির পর তা কিছুটা হ্রাস পায় এবং অনেকেই যতটা সম্ভব সরকারী কোষাগারে জরিমানাসহ কর জমা দিতে থাকেন। কয়েকজন ভিডিও মালিক আমাদের প্রতিনিধির কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মহকুমা শাসক আমাদের উপর অন্যায় জুলুম করছেন। এমন কি যে পরিমাণ টাকা আমরা জমা দিচ্ছি তার সম্পূর্ণ রসিদ আমরা পাচ্ছি না। অন্যদিকে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল জানান, সারা মহকুমা জুড়ে ভিডিও ও ডিশ এ্যান্টেনার ব্যবসায়ীরা বছরের পর বছর সরকারী কর ফাঁকি দিয়ে রমরমা ব্যবসা করে যাচ্ছিলেন। বহুদিন পূর্বে তাদের নোটিশ দেওয়াতেও কোন ফল না হওয়ায় কড়া ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। এর মধ্যে রঘুনাথগঞ্জের তিনটি ষ্টার টিভি ও ভিডিও হাউসের মালিকও আছেন। ঐ সব মালিকদের মাসে সাড়ে সাতশো টাকা করে কর ফাঁকি পড়ায় দু-তিন বছরে মোট করের পরিমাণের অঙ্ক বেশ মোটা হয়েছে। তবু আমি অনেক ক্ষেত্রে করের বোঝা কিছুটা মাফ করে হাল্কা করে দিয়ে টাকা জমা দিতে বলি। যাঁরা টাকা জমা দিয়েছেন তাঁদের সরকারী চালানেই টাকা জমা নেওয়া হয়েছে। বাসুদেবপুরের ফাইভ ষ্টার ভিডিও মালিকও নয় হাজার টাকা যা জমা দিয়েছেন তাও সরকারী চালানে জমা পড়েছে। বিনা চালানে এক টাকাও নেওয়া হয়নি বলে শ্রীপাল জোরের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। যাঁরা টাকা জমা দিয়েছেন বা কিস্তিতে দিতে শুরু করেছেন তাদের বাজেয়াপ্ত সামগ্রী ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভিডিও হাউসের সীলও খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে যাঁরা কোন টাকা পয়সা জমা না দিয়েই বহাল তবিয়তে ব্যবসা চালাবেন বলে মনে করছেন, তাঁদের হাউস কোনদিনই খুলবে না বা বাজেয়াপ্ত সামগ্রীও ফেরৎ পাওয়া যাবে না বলেও মহকুমা শাসক জানান।

বেআইনী মদ উদ্ধার (১ম পৃষ্ঠার পর)

পিলু সাহার দোকান থেকে ১ বোতল ও তার বাড়ী থেকে ৬ বোতল বেআইনী মদ উদ্ধার করে এবং ইন্দিরাপল্লীর কাজল দাসের দোকান থেকে প্রায় ৬ হাজার টাকার বেআইনী মদ পায় দুজনকে গ্রেপ্তার করলেও পরে পিলুকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কাজল এখনও জামিন পায়নি বলে খবর।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনসট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।